

## মুক্ত মনে বিচার করুন

আমাদের সামনে দেশের ভবিষ্যত নির্ধারণ করার অতি বড় একটি সুযোগ এসেছে। আমরা যাদের ভোট দিব তারাই আগামী ৫ বৎসর আমাদের দেশকে পরিচালনা করবে। কাজেই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত সঠিক জায়গায় ভোট দেয়া এবং অন্য সবাইকে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করা। সবার কাছে আমার অনুরোধ যে কোন ছবিতে আপনার সিলটি মারার পূর্বে দয়াকরে নীচের কথাগুলি একটু ভেবে নিন।

১. ব্যক্তির থেকে দল বড় দলের থেকে দেশ। কাজেই দয়া করে এমন ব্যক্তিকে ভোটটি দিন যে দেশের ভালকেই সবচেয়ে বেশী মূল্যায়ন করবে।
২. যে লোকগুলি ভোটে দাড়িয়েছে তাদের মধ্যে কোন লোকটি সবচেয়ে কম ক্ষতিকর। একটি প্রবাদ আছে যাকে দিয়ে তোমার ক্ষতি হবার সম্ভবন কম সেই তোমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু।
৩. আপনি যাকে ভোটটি দিচ্ছেন তিনি কি আপেক্ষাকৃত কম অশত?
৪. আপনি যাকে ভোটটি দিচ্ছেন তিনি রাজাকার নয়তো?
৫. আপনি যাকে ভোটটি দিচ্ছেন তিনি সন্ত্রাসী নয়তো?
৬. আপনি যাকে ভোটটি দিচ্ছেন তিনি মিথ্যুক নয়তো?
৭. আপনি যাকে ভোটটি দিচ্ছেন তিনি কি শিক্ষিত? মনে রাখা জরুরী আপনার ভোটে যিনি নির্বাচিত হবেন তার কিন্তু প্রধান কাজ হলো দেশের জন্য আইন তৈরী করা। কোন অশিক্ষিত লোকের পক্ষে কি সেটা সম্ভব হবে?

এবার কোন দলকে ভোট দেবার পূর্বে দয়া করে এই প্রশ্ন গুলির উত্তর ভেবে নিন। আমাদের কাছে প্রতিটি বড় দলই কিন্তু এখন পরীক্ষিত। আমরা প্রায় প্রতিটি বড় দলের শাসনই প্রত্যক্ষ করেছি।

১. আপনি যে দলকে ভোট দিচ্ছেন তারা কি অন্যান্য দলের থেকে কম খারাপ? আমি খারাপ কথাটি এই জন্য উল্লেখ করলাম কারণ আমার মতো আপনারাও সবাই জানেন যে কোন দলই ভাল নয়।
২. আপনি যাদের ভোটটি দিচ্ছেন তারা কি আমাদের দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতি যথেষ্ট যত্নবান? আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের যাদের ভূমিকা আছে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি যারা বেশী যত্নবান তাদেরকেই আপনার ভোটটি দেয়া উচিত।
৩. যে দলটিকে আপনারা ভোটটি দিচ্ছেন তারা আমাদের দেশের অর্থনীতিকে কোনদিকে প্রবাহিত করেছে? অর্থনৈতিক স্বাধীনতা একটি বড় ব্যাপার। শুধু দেশ স্বাধীন হলেই চলবে না যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন না হয় তবে সারা জীবনই অন্যের অনুগ্রহে থাকতে হবে।
৪. আপনি যে দলকে ভোটটি দিচ্ছেন তাদের ভবিষ্যত ভীষন (লক্ষ) কেমন? তারা কি শুধু বর্তমান নিয়েই ভাবছে নাকি দেশের ভবিষ্যত কেমন হবে তারও কোন সঠিক পরিকল্পনা তাদের রয়েছে? এ ক্ষেত্রে আপনারা যমুনা সেতু, কর্নফুলি সেতু, বিদেশী বিনিয়োগ, শান্তি চুক্তি, পানি চুক্তি, পরিবেশ সংরক্ষণ, কপিরাইট আইন, নকল বিহীন শিক্ষার পরিবেশ ইত্যাদী

ব্যাপারকে গুরুত্ব দেবেন কারণ এগুলি যেমন তাত্ক্ষনিক ভাবে দেশের জন্য উপকারী তেমনি এগুলোর প্রভাব আজ থেকে ১০ বৎসর পরেও আমাদের সমাজে থেকে যাবে।

৫. আপনি যাদের ভোট দিচ্ছেন তাদের আমলে আপনার জীবনব্যবস্থা কি অন্যদের তুলনায় ভাল ছিল? শুধু জিনিষ পত্রের দামই মূল নিয়ামক নয়। তাদের সময়ে আপনার ক্রয় ক্ষমতা কেমন ছিল সেটাও দয়া করে ভেবে নেবেন। অর্থাৎ আপনি যেমন দামে জিনিষ কিনেছেন আপনার পনের মূল্যও কি তেমনি পেয়েছেন বা সেই পন্য কেনার মতো আপনার কি কোন কর্ম সংস্থান বা বড়তি আয়ের (অবশ্যি দুর্নীতি করে নয়) সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল? এক কথায় বলতে গেলে ব্যবসা বানিজ্য কেমন হয়েছে সেটা ভাবুন।

৬. আপনি যে দলটিকে ভোট দিচ্ছেন তারা কি কম সহিংস? আপনার এলাকায় তারাকি আপনার বা সংখ্যা লঘুদের উপড় বেশী আক্রমণ করেছে? এবং অত্যাচার করীদের সরকারী ভাবে পৃষ্টপোষকতা করা হয়েছে?

৭. আপনি যে দলটিকে ভোট দিচ্ছেন তাদের কাছে কি আপনি কখনো ন্যায় বিচার পেয়েছেন? এখানে প্রশ্নটা অন্যভাবে করা উচিত ছিল। তারাকি অন্যদের তুলনায় কম অন্যায় করেছে?

৮. আপনিকি তাদের সময়ে কম অশান্তিতে ছিলেন? অর্থাৎ কোন দলের শাসন আমলে অশান্তি সবচেয়ে কম ছিল? শান্তিতে ছিলেন কি না এপ্রশ্নটি মনেহয় অত্যন্ত হস্যকর হবে তাই না?

৯. তারাকি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের লালনে বেশী যত্নবান ছিল নাকি তার উল্টোছিল?

১০. কোন সরকারের সময়টাকে আপনার কাছে সবচেয়ে বেশী নিরাপদ বলে মনে হয়েছে? যে কোন জিনিষের থেকেই জীবনের মূল্য অনেক বেশী? কাজেই জীবনের নিরাপত্তা যেখানে বেশী তার কোন বিকল্প নেই।

পরিশেষে একটি কথা বলে শেষ করছি তা হলো অতীতের কাজের মূল্যায়ন করে, বর্তমানের প্রতি কঠিন দৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা বিবেচনা করে আপনার ভোটটি দিন। দয়াকরে অন্ধভাবে কাউকে মূল্যায়ন করবেন না। সবার কথা কান দিয়ে শুনুন, দুচোখ খুলে তাদের কর্মকান্ড দেখুন এবং তারপর নিজে **মুক্ত মনে** বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করুন কে হবে আপনার প্রতিনিধি। পরে সমালোচনার থেকে প্রথমের সাবধানতা অনেক বেশী জরুরী।

মো: খলিলুর রহমান